দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

172

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

ফুলবাড়িয়া

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ), ১১ মার্চ (সংবাদদাতা)।— ময়মনসিংহ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে ফুলবাড়িয়া একটি অবহেলিত উপজেলার নাম। পূর্বে এই উপজেলা পাহারিয়া এলাকা হিসাবে খ্যাত ছিল। ফুলবাড়িয়ার পূর্বে ত্রিশাল উপজেলা, দক্ষিণে ভালুকা উপজেলা, পশ্চিমে টাংগাইল জেলা, উত্তরে মুক্তাগাছা ও সদর উপজেলা অবস্থিত। ১৯৮৩ সালের ২ জুলাই ফুলবাড়িয়া থানা থেকে উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৫৪ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলায় ১৩টি ইউনিয়নে প্রায় ৩ লাখ অধিবাসী বাস করে।

রাস্তাঘাট

এই উপজেলায় পাকা রাস্তার পরিমাণ কম। আধা-পাকা রাস্তা আছে ২২ মাইল ও কাঁচা রাস্তা রয়েছে ৩৮০ মাইল। বর্ষা মওসুমে উপজেলা সদরের সাথে অধিকাংশ ইউনিয়ন ও গ্রামের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ময়মনসিংহ-ফুলবাড়িয়া ভায়া কাতলাসেন মাদ্রাসা শতাব্দীর পুরাতন রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় এলাকাটি চির অবহেলিত হয়ে যাচ্ছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বগার বাজার ফুলবাড়িয়া রাস্তার পরিকল্পনা থাকলেও তা আজও নির্মিত হচ্ছে না।

ব্রীজ সমস্যা

রাঙ্গামাটিয়া ব্রীজ, পুটিজানার ব্রীজ, শিবগঞ্জ বাজারের কলমদা নদীর ব্রীজ, ফুলবাড়িয়া বাজার সংলগ্ন আখালিয়া নদীর ব্রীজ ও রাস্তাগুলো দীর্ঘ কয়েক যুগ নির্মাণ না হওয়ায় এলাকার হাজার হাজার জনসাধারণের নদী পারাপার যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ উপজেলার শতকরা ৯০ জন কৃষক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে পারে না।

কৃষি

ফুলবাড়িয়া উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১ লাখ একর। তার মধ্যে ৬০ হাজার একর আবাদী, বাকী সব অনাবাদী। সেচের জন্য ৩শ'টি গভীর নলকূপ, ৪০টি অগভীর নলকূপ, ৪৫টি পাওয়ার পাম্প রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ১০০টি গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়িত। বৈদ্যুতিক গোলযোগ, পাইপের সংকট, নির্মাণ কাজে ত্রুটি ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে মওসুমের সময় অধিকাংশ নলকূপ বন্ধ থাকে। ফলে গত বছর এ উপজেলায় প্রায় ১৮ কোটি টাকার ফসল কম উৎপন্ন হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

ফুলবাড়িয়া উপজেলায় শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্ন মানের। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, বেড়া, ব্লাক বোর্ড নেই। এখানে একটি মহাবিদ্যালয়, ২০টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ১টি কামিল মাদ্রাসা, ৬টি ফাজিল, ১৫টি দাখিল মাদ্রাসা এবং ১৪০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে।

চিকিৎসা

৩২ শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতালে এক্সরে মেসিন, ব্লাড ব্যাংক, অক্সিজেন, হাসপাতালে বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নেই।

উল্লেখ্য, এ উপজেলা সদর হতে হাসপাতালটির দূরত্ব প্রায় ১ মাইল।